24 DEC 2013
১ ৫

অবরোধের জের

হুমকির মুখে শিক্ষাব্যবস্থা

- প্রাথমিকে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ বদল
- স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা অনিশ্চিত
- বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ছে সেশনজট

রাকিব উদ্দিন

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত শনিবার রাজধানীর আটটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোটের অবরোধের কারণে এই ভর্তি পরীক্ষার পরবর্তী সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৮ ডিসেম্বর। এই তারিখে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হলেও এর এই মাসে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনিশ্চিত।

নতুন শিক্ষাবর্ষের বাকি আর মাত্র ৯ দিন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার ও ১৬ ডিসেম্বর ছাড়া এই মাসের প্রতিদিনই ছিল বিএনপি-জামায়াত জোটের অবরোধ ও হরতাল। ফলে সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি অনেক স্কুল এখনও বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। খ্যাতনামা অনেক স্কুল ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষাও নিতে পারেনি। এদিকে আগামী ৫ জানুয়ারি হুমকি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

হুমকি : শিক্ষাব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনী প্রয়োজনে পহেলা জানুয়ারি থেকে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, শিক্ষকরাও নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকবেন। ফলে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের আগে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী উপরের শ্রেণীতে ভর্তি হওয়াও অনিশ্চিত। নতুন শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক বা শ্রেণী কার্যক্রম কবে নাগাদ শুরু হতে পারে তা কেউ বলতে পারছে না। অথচ ভর্তি কার্যক্রম শুরু না করেই তড়িঘড়ি করে ২ জানুয়ারি (১ জানুয়ারি সরকারি ছুটি) পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালনের আয়োজন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম গতকাল সংবাদকে বলেন, '২য়, ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়নি। এই মাসে হবেও না। আর ৬ষ্ঠ, ৭ম ও নবম শ্রেণীর পরীক্ষাও শেষ করা সম্ভব নয়। অটোপ্রমোশন দেয়া হবে। কারণ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কার্যক্রম শেষ করতেই হবে। এরপর ২ জানুয়ারি পাঠ্যবই দিবস পালন করা হবে।'

ভর্তি কার্যক্রম শুরু না করেই পাঠ্যবই উৎসব কিভাবে করবেন, সে সম্পর্কে জানতে চাইলে মঞ্জু আরা বেগম বলেন, 'আগে ছাত্রীদের বই দেয়া হবে। পরে সময়সুযোগ মতো ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হবে। এরপর শ্রেণী কার্যক্রম।'

প্রতি বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বরে সারাদেশের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু গত দুমাস ধরে বিএনপি-জামায়াত জোটের লাগাতার অবরোধ ও হরতালের কারণে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা নিতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। এরমধ্যে শনিবারও অবরোধ ও হরতাল হয়েছে। ফলে বার্ষিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি ও মাদ্রাসার জেডিসি পরীক্ষা। এই দুই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে চলতি মাসেই। এখন তড়িঘড়ি করে ও গোঁজামিল দিয়ে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ এই দুই পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

অবরোধ, হরতালসহ অন্য রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যাহত হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ পর্যায়ের বিভিন্ন বর্ষের অনার্স, মাস্টার্স ও অন্য পরীক্ষা। ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও পিছিয়ে নেয়া হয়েছে। স্থগিত রাখা হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও। চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ কার্যক্রম।

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, স্কুল পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষা ও অন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার দাবি জানিয়ে আসছেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো এ ধরনের দাবির প্রতি ন্যূনতম সম্মান ও সহানুভূতি দেখায়নি। এতে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ হুমকির মুখে পড়েছে। চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে বিভিন্ন স্তরের প্রায় পৌনে চার কোটি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারি সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে, বিপর্যয় ঘটেছে। ছাত্রছাত্রীরা সারাবছর পড়ালেখা করলেও তাদের মেধা যাচাই করা সম্ভব হয়নি, বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া যায়নি।'

তিনি রাজনীতিবিদদের অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'নতুন বছরে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে নতুন প্রজন্ম মেধাশূন্য কিংবা মেধাহীন জাতিতে পরিণত হতে পারে, যা কারও জন্যই ভালো হবে না। তাই শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হরতাল, অবরোধ ও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি থেকে রাজনীতিবিদদের বিরত থাকতে হবে। কারণ ছাত্রছাত্রীরা কোন দলের নয়, দেশের সম্পদ।'